বাংলা প্রবাদ পুরুষ— সুশীল কুমার দে — দ্বিতীয় পাতায়...

চৈতি নদীর তীরে নবান্ন উৎসব ও বাউল মেলা — দ্বিতীয় পাতায়...

হাবড়া মডেল হাইস্কুলে স্কুল থিয়েটার ওয়ার্কশপ — চতুর্থ পাতায়...

স্বামীজির জন্মদিনে মছলন্দপুরে ম্যারাথন দৌড় — চতুর্থ পাতায়...

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 6 ❑ Issue 43 ❑ 12 Jan., 2023 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 2

নতুন সাজে সবার মাঝে

ALANKAR

অলঙ্কার

যশোহর রোড • বনগাঁ

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত

সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা

M : 9733901247

পঞ্চায়েত সদস্যকে খুনের হুমকি প্রধানের বিরুদ্ধে, আত্মহত্যার চেষ্টা পঞ্চায়েত সদস্যর

প্রতিনিধি ঃ আবাস যোজনায় দুর্নীতি নিয়ে প্রধানের বিরুদ্ধে কথা বলায় এক পঞ্চায়েত সদস্যকে খুনের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে। বাগদা ব্লকের বয়রা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার এই ঘটনায় রাজনৈতিক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য দিলীপ দাসের স্ত্রী মঞ্জু দাস সোমবার বনগাঁর পুলিশ সুপার জয়িতা বসুর কাছে এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ করেছেন। প্রধান অসিত মন্ডল অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। মঞ্জু দেবীর অভিযোগ, আবাস যোজনায় গরিব মানুষদের ঘর পাইয়ে দেবার কথা বলে প্রচুর টাকা তুলেছিলেন প্রধান অসিত মন্ডল। আমার স্বামী দিলীপ দাস ওই টাকা তুলে প্রধানের হাতে দিয়েছিলেন। কিন্তু আবাস যোজনা তালিকায় টাকা দেওয়া মানুষদের নাম ওঠেনি। অভিযোগ, টাকা দিয়েও বাড়ি না পাওয়ায় প্রতারিত মানুষেরা দিলীপবাবুর উপর চাপ সৃষ্টি করছেন। এরই পাশাপাশি ২১শে ডিসেম্বর দিলীপবাবু আবাস যোজনায় দুর্নীতি নিয়ে প্রধানের বিরুদ্ধে মুখ খোলেন সংবাদ মাধ্যমের কাছে। অভিযোগ, এর পরই প্রধান বাড়িতে অসামাজিক লোকজন পাঠিয়ে দিলীপ বাবুর মুখ বন্ধ করার নির্দেশ দেন। হুমকি দিয়ে বলা হয়, বাড়াবাড়ি করলে প্রাণে মেরে ফেলা হবে। বাড়িঘর ভাঙচুর করে দেওয়া হবে। মঞ্জু দেবী বলেন, এই চাপ সহ্য করতে না পেরে ৬ই জানুয়ারি বিকেলে আমার স্বামী বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেন। বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা করানো হয়। এখন সুস্থ। রবিবার বাড়ি ফিরেছেন। তারপরেই অভিযোগ জানিয়েছি।

তৃতীয় পাতায়...

ভারত বাংলাদেশ যাত্রীবাহী বাসের মধ্যে থেকে প্রায় ২ কোটি টাকার সোনার বিস্কুট উদ্ধার, ধৃত বাসের চালক ও সহচালক

প্রতিনিধি ঃ ফের সীমান্ত দিয়ে সোনা পাচারের চেষ্টা ব্যর্থ করল বিএসএফ। ভারত বাংলাদেশের মধ্যে চলাচল করা যাত্রীবাহী বাসের মধ্যে থেকে প্রায় ২ কোটি টাকার সোনার বিস্কুট সহ বাসের চালক ও সহচালককে আটক করে শুল্ক দপ্তরের হাতে তুলে দিল বিএসএফ। শনিবার সোনা উদ্ধারে ঘটনাটি ঘটেছে পেট্রাপোল সীমান্ত বন্দরে। বিএসএফ জানিয়েছে, "বাসের লাগেজ বগির ভেতর থেকে ৩০ টি সোনার বিস্কুট উদ্ধার হয়েছে। যার ওজন প্রায় ৩,৪৯৯.১৪ গ্রাম। আনুমানিক বাজার মূল্য ১ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা। ধৃত বাস চালক মো. ফরহাদ ও সহচালক মো. উমর ফারুক বাংলাদেশের বাসিন্দা।'' এদিন সকালে ১৪৫ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানদের কাছে সূত্র মারফত খবর আসে, আগরতলা থেকে ঢাকা হয়ে কলকাতাগামি বাসটির মধ্যে সোনা রয়েছে। বাসটি বেনাপোল বন্দর দিয়ে ভারতের পেট্রাপোল সীমান্ত বন্দরে

আসতেই জওয়ানেরা তার তল্লাশি শুরু করে। বাসের লাগেজ বগির ভিতর থেকে সোনার বিস্কুট উদ্ধার হয়। ধৃত বাস চালক ও সহচালককে আটক করে জেরা করে জওয়ানেরা জানতে পারে, তারা দীর্ঘদিন ধরে এ ধরনের চোরাচালানের সাথে জড়িত।

গ্রামবাসীর দাবি মেনে শুরু হল পিচের রাস্তা তৈরির কাজ

প্রতিনিধি ঃ গ্রামবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল, গ্রামের একমাত্র বেহাল রাস্তাটি নতুন করে পিচের তৈরি করা হোক। এই দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে তারা আন্দোলনও করে আসছিলেন। রাস্তা অবরোধ, বিক্ষোভ, স্মারকলিপি এমন কি ভোট বয়কটের ডাকও দিয়েছিলেন তারা। অবশেষে

গ্রামবাসীদের দাবি মেনে শুরু হলো রাস্তা তৈরীর কাজ। ঘটনাটি বাগদার সিন্দ্রানী গ্রাম পঞ্চায়েতের বগুলা পাড়ার। বগুলা পাড়ায় গিয়ে নতুন পিচের রাস্তার ফিতে কেটে নারকেল ফাটিয়ে সূচনা করেন বাগদার বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস। তিনি বলেন, "বিধায়ক তহবিলের ১০ লক্ষ টাকা ও পঞ্চায়েতের ১২ লক্ষ টাকা দিয়ে এই পিচের রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে। যদি কিছু টাকা কম পড়ে যায় তারও ব্যবস্থা করা হবে।

এই ঘটনায় খুশি এলাকার বাসিন্দারা, তাদের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে আমরা আন্দোলন করছি। যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তাতে সম্পূর্ণ রাস্তা হবে না। আমরা চাই আরো টাকা বরাদ্দ করা হোক। সম্পূর্ণ না হলে ফের আমরা আন্দোলন শুরু করব।

পঞ্চায়েত সূত্রে জানা গিয়েছে, বেহাল রাস্তাটি প্রায় তিন কিলোমিটার লম্বা। রোজ কয়েক হাজার মানুষ এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন। এলাকাটা কৃষি প্রধান। চাষিরা মাঠ থেকে সবজি বোঝাই করে গাড়িতে করে হাটে বাজারে নিয়ে যান। বেহাল রাস্তার কারণে সবজি নিয়ে যেতে খুব অসুবিধার মধ্যে পড়ছেন স্থানীয় কৃষকেরা। অনেক সময় সবজি বোঝাই গাড়ি উল্টে যাওয়ার ঘটনাও ঘটছে।

দ্বিতীয় পাতায়...

পাচারের মাল সহ পাচারকারীকে আটক করে নিয়ে যাবার পথে জওয়ানদের উপর হামলা, ১ মহিলা কনস্টেবল সহ জখম ৪, উদ্ধার প্রচুর গাঁজা, ফেনসিডিল

প্রতিনিধি ঃ সূত্র মারফত খবর পেয়ে বিএসএফ এক পাচারকারীর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে প্রচুর গাঁজা ও ফেনসিডিল উদ্ধার করল। আটক করা হয় ওই পাচারকারীকে। অভিযোগ, ওই পাচারকারীকে আটক করে বিএসএফ ক্যাম্পে নিয়ে যাবার পথে পাচারকারীর সাগরেদরা বিএসএফ জওয়ানদের উপর লাঠি, পাথর নিয়ে হামলা চালায় পাচারকারীকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এই ঘটনায় এক মহিলা সহ চার বিএসএফ জওয়ান আহত হয়েছে।

শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বাগদা থানার নওদাপাড়া এলাকায়। বিএসএফ জানিয়েছে, ধৃত পচারকারির নাম আলমগীর মন্ডল। তার বাড়ি থেকে মোট ৪৩ কেজি গাঁজা ও ৩৭১ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার হয়েছে। ধৃত গত ৬ বছর ধরে এই ধরনের চোরাচালানের সঙ্গে যুক্ত। তাঁর নাম এনসিবি-র মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকায় রয়েছে। বিএসএফ জানিয়েছে, এদিন রাতে ৬৮তম বাহিনীর সীমা চৌকি মামাভাগিনার জওয়ানেরা সূত্র মারফত খবর পায় গ্রামের আলমগীর মন্ডল, সুখদেব মন্ডল, সুকুমার ও পবিত্রর বাড়িতে বিপুল পরিমাণ গাঁজা ও ফেনসিডিল রয়েছে। রাতেই সেগুলি বাংলাদেশে পাঠাতে চলেছে। রাত ১০টা নাগাদ জওয়ানরা গ্রামের সন্দেহজনক বাড়িগুলিতে হানা দেয়।

আলমগীর মন্ডলের বাড়ি থেকে গাঁজা ও ফেনসিডিল উদ্ধার হয়। এরপরই ধৃত পাচারকারী ও উদ্ধার হওয়া মাল নিয়ে জওয়ানেরা ক্যাম্পের দিকে রওনা হয়। অভিযোগ, সে সময় ধৃত আলমগীরের সাগরেদরা তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। লাঠি ও পাথর নিয়ে জওয়ানদের ওপর হামলা চালায়। সীমান্তে নজরদারি করার জন্য লাগানো সিসিটিভি ক্যামেরা, রেকর্ডার, কম্পিউটার এবং কন্ট্রোল রুম ভাংচুর করে। এই ঘটনায় চারজন বিএসএফ জওয়ান জখম হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে বাগদা থানার পুলিশ পৌঁছে জখম জওয়ানদের উদ্ধার করে বাগদা হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে তারা কলকাতায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। উদ্ধার হওয়া গাঁজা ফেনসিডিল সহ ধৃতকে এনসিবির হাতে তুলে দেওয়ার পাশাপাশি দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে থানায় জওয়ানদের উপর হামলা এবং সরকারি সম্পত্তি নষ্টের অভিযোগ জানিয়েছে বিএসএফ।

Behag Overseas

Complete Logistic Solution

(MOVERS WHO CARE)

MSME Code UAM No.WB10E0038805

ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR

CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA

Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre, 5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001

Phone No. : 033-40648534

9330971307 / 8348782190

Email : info@behagoverseas.com

petrapole@behagoverseas.com

BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

ভোট লুটেরাদের ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করার নিদান বাম নেতৃত্বের

নীরেশ ভৌমিক ঃ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় বাসগৃহ পাবার উপযুক্ত সমস্ত মানুষের নাম নথিভূক্ত করার দাবিতে বিডিও অফিস অভিযান ও বিডিওকে স্মারকলিপি দিল গাইঘাটা ব্লকের সিপিআইএম নেতৃত্ব। গত ১১ জানুয়ারী সিপিএমের গাইঘাটার পূর্ব ও পশ্চিম এরিয়া কমিটির আহ্বানে ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কয়েক'শ দলীয় নেতা কর্মী বিডিও অফিস অভিযানে উপস্থিত হন। শুরুতেই গণসংগীত পরিবেশন করেন দলনেতা ডাঃ হরেন্দ্র নাথ মন্ডল। এদিনের

দলীয় কর্মসূচীতে দলের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা সম্পাদক মৃণাল চক্রবর্তী, জেলা নেতৃত্ব ও প্রাক্তণ বিধায়ক তন্ময় ভট্টাচার্য, রমেন্দ্র নাথ আঢ্য, সত্যরঞ্জন কপাট, ব্লক সম্পাদক স্বপন ঘোষ ও অনুপম বিশ্বাস, তরুণ দেবনাথ, প্রশান্ত দাস, কপিল ঘোষ, শতদল দেব প্রমুখ। আবাস যোজনা ছাড়াও অন্যান্য দাবিগুলির মধ্যে ছিল দিনমজুরদের অবিলম্বে ১০০ দিন কাজের মজুরি প্রদান, সকল দরিদ্র

তৃতীয় পাতায়...

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৬ ❐ সংখ্যা ৪৩ ❐ ১২ জানুয়ারী, ২০২৩ ❐ বৃহস্পতিবার

একাকিত্ব, ধ্যান এবং স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন

আজকের কর্পোরেট দুনিয়াতে কোনটা ভালো আর কোনটা খারাপ তা নিয়ে কে আর এতো ভাবে? পৃথিবী নিজের গতিতে এগিয়ে চলেছে। অর্থনৈতিক বাজার এতটাই ভয়ঙ্কর যে সাধারণ মানুষ মন ভালো রাখবে তার উপায় কী! সংসার চালাতেই মানসিক চিন্তা চেপে ধরে। অবশ্য কেউ বলতেই পারে, সময়ের সঙ্গে অর্থনীতিও এগিয়ে চলে। কিন্তু বাস্তব চিত্র ভিন্ন। আজকের মানুষ সঞ্চয় করতে পারছে না। কাজেই মানুষের মানসিক চাপ বেড়েই চলেছে। এই চাপের সঙ্গে শরীরের নানা সংকট। রক্তচাপ থেকে রক্তে শর্করা, মানুষের আয়ু বৃদ্ধি হয়েছে ঠিকই। কিন্তু যতদিন বেঁচে থাকা ততদিন সময়ের সঙ্গে লড়াই করে যেতেই হচ্ছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, আজ বিশ্বে মানসিক রোগ বাড়ছে। আগে এই সমস্যা ছিল আমেরিকা বা ইউরোপের দেশগুলিতে। যদিও তা সর্বদা অর্থনৈতিক নয়, কিন্তু তৃতীয় বিশ্বে এই মানসিক রোগ হচ্ছে। অনেকটাই বর্তমান অবস্থায় বেঁচে থাকার তাগিদে। কিন্তু উপায় কী এর থেকে সরে আসার?

কেউ বলবে পরিবারকে সময় দাও, কেউ বলে চলো বেড়িয়ে আসি কিংবা নেশায় বুঁদ হয়ে থাকো বা সিনেমা-ওটিটি দেখে চালাও। মানসিক শান্তি ফেরাতে এর কোনওটাই দীর্ঘস্থায়ী নয়। আজ স্বামী বিবেকানন্দের ১৬১তম জন্মদিবস। তিনি মাত্র ৩৯ বছর বেঁচে ছিলেন। তাঁর অবদান এই সমাজের জন্য লিখে শেষ করা যাবে না। বিবেকানন্দ কোনওদিন নিজের জন্য ভাবেননি। উৎসর্গ করেছিলেন নিজেকে সমাজের জন্য। তিনি কাউকে ধর্ম নিয়ে উপদেশ দেননি তবে ব্যতিক্রম একটিই, ধ্যান।

ধ্যান করা মানে শুধুই ঈশ্বর চিন্তা নয়। স্বামীজী আত্মোপলব্ধি করায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বলতেন, সকলেই কোনও না কোনও সময়ে ধ্যান করেন, যখন একা থাকে। হয়তো ঘুমোতে যাওয়ার সময়। ওই যা আমরা একান্তে ভাবি, এক মনে, তাই ধ্যান।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মন খারাপ হলে একা থাকতে এবং কোনও একটি বিশেষ বিষয়ে, যদি তা কোনও সমস্যা হয়ে থাকে তাও, এক মনে ভাবতে এবং ওই ভাবনা থেকেই বেরিয়ে আসবে সমস্যার সমাধান।

ঠাকুরনগরে ২১তম বর্ষের পুষ্প ও কৃষি মেলায় নানা অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ৭ জানুযারী মধ্যাহ্নে এলাকার কৃষিজীবী মানুষজনের বর্ণময় শোভাযাত্রা, আদিবাসী মহিলাদের নৃত্য এবং অপরাহ্নে পতাকা উত্তোলনের মধ্যদিয়ে ঠাকুরনগর ষ্টেশন সংলগ্ন খেলার মাঠে মহাসমারোহে শুরু হল ২১তম বর্ষের গাইঘাটা ব্লক পুষ্প, কৃষি ও শিল্প মেলা-২০২৩। মঙ্গলদীপ প্রোজ্জ্বলন করে ১০দিন ব্যাপী আয়োজিত মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বাগদার বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্টজনের মধ্যে ছিলেন বনগাঁ দক্ষিণের প্রাক্তণ বিধায়ক ও মেলার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক সুরজিৎ কুমার বিশ্বাস, গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গোবিন্দ দাস, সহ-সভাপতি ইলা বাক্চি, কর্মাধ্যক্ষ অজয় দত্ত, কালিপদ বিশ্বাস, ইছাপুর-২ ও শিমুলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান যথাক্রমে সীমা মণ্ডল, সীমা দাস, উপ-প্রধান পপি দেব, বর্ষিয়ান শিক্ষক ও সমাজকর্মী কালিপদ সরকার, ড. নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সমীর কিশোর নন্দী, মেলার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক শিক্ষক অনুপম দে, সঞ্জয় ঘোষ, পিনাকি বিশ্বাস, অভিজিৎ বিশ্বাস, শিপ্রা বিশ্বাস, কৃষ্ণপদ ঘোষ প্রমুখ। স্থানীয় উদয়ন কলাভূমি নৃত্য সংস্থার শিল্পীদের মনোজ্ঞ নৃত্যানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পুষ্প ও কৃষি মেলার সূচনা হয়।

চতুর্থ পাতায়...

বিষয়- সমাজ বিজ্ঞান

চৈতি নদীর তীরে নবান্ন উৎসব ও বাউল মেলা

অজয় মজুমদার

পৌষের কাছাকাছি রোদ মাখা সেই দিন ফিরে আর আসবে কি কখনো— মান্না দে-র গানের লাইনগুলি মনে পড়ে গেল লেখাটা তৈরি করতে গিয়ে। এবার স্বপনদার দল সিদ্ধান্ত নিল, চৈতি নদীর ধারে বাউল মেলায় যেতে হবে। গাইঘাটা ব্লকের ফুলসরা খড়ের মাঠের হিতস্বাধিনী সমিতি আয়োজিত নবান্ন উৎসব ও বাউলের মেলা। পরিচালনায় গ্রামবাসীবৃন্দ এবং সহযোগিতায় মিশন ক্লাব। মেলা চলে ২৬ শে অগ্রহায়ন থেকে ৩-রা পৌষ পর্যন্ত। ১৭ বছর ধরে চলছে বাউলের মেলা।

আমরা নয় জন বনগাঁ থেকে টাটা সুমে, করে উৎসব প্রাঙ্গনে এলাম সন্ধ্যার একটু আগে। সূর্য তখন ডুবছে, চৈতীর জলে সোনার থালার মত সুন্দর প্রতিফলন অসাধারণ লাগছে। এবার রাজেশ সরকার আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলো। স্বপনদা ওর দীর্ঘদিনের স্বজন ও সেই সুবাদে আমরা ওর স্বজন। অনুষ্ঠান শুরুর কিছুটা বাকি আছে। তাই ও আমাদের নিয়ে গেল খানিকটা সময় কাটানোর জন্য, জয়দেব মন্ডল এর বাড়িতে। বাড়িটা মাঠের মধ্যে একতলা; চারিদিকে শুধু ফসলের ক্ষেত। জয়দেববাবু এবং তার স্ত্রী সুচিত্রা মন্ডল দুজনেই তাদের একমাত্র ছেলেকে সক্রিয় উদ্যোগ ও নিষ্ঠায় মানুষ করেছেন। ছেলে আজ ডাক্তার। ভালো রেজাল্ট করেছে এবং এমডি মেডিসিন পড়ার সুযোগ পেয়েছে। জনি বাড়ি থেকে তিন কিলোমিটার দূরে স্কুলে পড়তো। ওর বাবা মাকে দেখে মনটা ভরে গেল। জনির সঙ্গে আমাদের দেখা হয়নি।

কিন্তু গ্রামের লোকের কাছে শুনলাম ও যখন গ্রামে আসে সব রোগীকে সুন্দর করে বিনা পয়সায় দেখে দেয়। এবং স্বাস্থ্য পরামর্শ দিয়ে থাকে ও জয়দেব বাবু বললেন, ছেলেকে মানুষ করার পেছনে ওর মায়ের অবদানই বেশি। ছেলে যত রাত পর্যন্ত পড়তো, মা একা বসে থাকতো। মাঝে মাঝে ছেলেকে চা করে দিত।

সুন্দর একটা মন নিয়ে আমরা মেলা প্রাঙ্গণের দিকে রওনা হলাম। তখন অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। কিছুক্ষণ বাদেই জয়দেব বাবুর গান ঘোষিত হল ও জয়দেববাবু গান শুরু করলেন বাউল সংগীত এবং দেহতত্ত্ব গান ও এই গানের মধ্যে লালনের কথা এবং সুরের অনেক মিল ছিল। এই গানের সুরে ভানুদা, চৈতন্য ভঙ্গিতে নাচতে শুরু করল ও অনাথদা রেগে কাঠ। এটা হচ্ছে কি ? দিলীপবাবু মজা দেখতে দেখতে পাপড় খাচ্ছেন। রবীনদা আমাদের বলতে লাগলেন দেহতত্ত্ব গানের উৎপত্তি। কখন গাওয়া হয়। তার মৌলিক বৈশিষ্ট্য কি। বাচ্চু ভাই অফিসের কাজে নিজেকে এতটাই বিলীন করেছে, সেও আসতে পারেনি। রাজীব আমাদের খাওয়ার জন্য ডাকতে এলো। আমরা অনীহা প্রকাশ করায় রাজীব বলল— "আপনাদের জন্য সামান্য একটু ব্যবস্থা করেছি। না খেলে আমরা দুঃখ পাবো।"

যাই হোক রাজীবের কথায় আমরা রাজি হয়ে খেতে গেলাম। সে বিরাট ব্যবস্থা। আমি জিজ্ঞাসা করলাম এত ব্যবস্থা কাদের জন্য? রাজীব উত্তর দিল- "এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গ্রামের বাইরে যারা কাজ করে তারা সবাই ঘরে ফিরে। প্রতি বাড়িতেই আত্মীয়-স্বজন আসে। আমাদের বাড়িতেও অনেক অতিথি এসেছে। আমাদের এই বাউল উৎসব হচ্ছে একটা মিলন মেলা।" গোবিন্দভোগ চালের খিচুড়ি ,পনিরের তরকারি, বেগুন ভাজা, আমের চাটনি, দই, মিষ্টি। রান্না গুলি যেন অমৃত। ফুলসরা খড়ের মাঠ গ্রামের বাৎসরিক নবান্ন উৎসব ও বাউল মেলাকে সেলাম জানাই।

কত মানুষকে যে কাছে এনে দিয়েছে! গ্রামের প্রতি প্রেম আসতে শিখিয়েছে। এই অনুষ্ঠানের খরচ হয় এক লাখ টাকার উপরে। বাইরে থেকে বাউল শিল্পী আনতে হয়। বাংলাদেশ, বোলপুর, মুর্শিদাবাদ, পুরুলিয়া থেকে শিল্পীরা আসে। এবার নামকরা শিল্পীর মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বীরভূমের শ্বেত রমন দাস। বাউল অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন কার্তিক সরকার। সম্পাদক বিজন মন্ডল। আমাদের দলের মধ্যমণি নিমাই ও তার স্ত্রী তো একেবারে আপ্লুত। ওর বাবা নাট্যকার শ্রীকানাই নাথ-এর অনেক নাটক গ্রামে গঞ্জে অভিনীত হয়েছিল। একটা নস্টালজিক বোধ ওকে ঘিরে ধরেছিল।

মাঝিদের রুটি রুজি শেষ ও যারা নৌকা চালাত, মাছ ধরতো, তাদের পেশা শেষ। তবুও গ্রামের মানুষ ১০০ দিনের কাজের মধ্যে নদী টাকে ঝা চকচকে রেখেছে। চৈতি নদী একটা খালে পরিণত হয়েছে। যমুনার অবস্থা একই রকম। শান্ত - স্তব্ধ পরিবেশে অনুষ্ঠান মুখর ডিজে বক্স জনস্বাস্থ্যের ব্যাপক ক্ষতি করছে। প্রশাসনের উচিত এই বিষয়গুলি দেখা ও এখান থেকেই বধীরতা এবং উশৃংখলতার জন্ম হয়।

বাংলা প্রবাদ পুরুষ— সুশীল কুমার দে

নির্মল বিশ্বাস

"বাংলা প্রবাদ" সংকলনের আদিকর্মে উইলিয়ম মর্টন, রেভারেন্ড জেমস লং এবং সুশীল কুমার দে-র নাম এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হয়। বিশেষ অর্থেই এই তিনজনকেই প্রবাদ পুরুষ বলা যায়। বাংলা ও বাঙালির ইতিহাসের অনেক উপাদান ও উপকরণই এই প্রবাদগুলির মধ্যে নিহিত আছে। লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতি গভীর

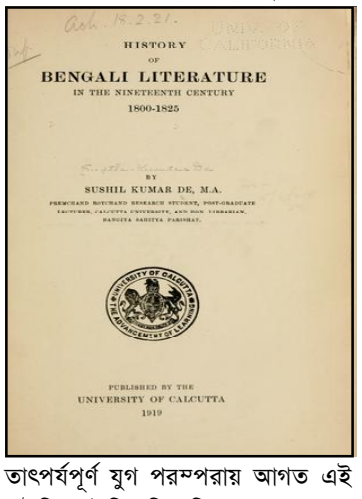
HISTORY
OF
BENGALI LITERATURE
IN THE NINETEENTH CENTURY
1800-1825
BY
SUSHIL KUMAR DE, M.A.
PUBLISHED BY THE
UNIVERSITY OF CALCUTTA
1919

তাৎপর্যপূর্ণ যুগ পরম্পরায় আগত এই মৌখিক উক্তি নিরুক্তির মধ্যে, কথা সংহিতার মধ্যে অব্যাহত রয়ে গেছে।

আমরা যতদূর জেনছি মর্টনের সংকলনটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৩২ সালে। তিনি মাত্র ৮০৩টি প্রবাদ সংগ্রহ করতে পেরেছেন। এর আরও চৌত্রিশ বছর পরে জেমস লং সাহেবের সংকলনে গ্রন্থিত হয়েছে ২৩৫৮টি সংগ্রহ। এর শতবর্ষ ব্যবধানে, ১৯৫৪ সালে সুশীল কুমার দে সুবৃহৎ সংগ্রহ গ্রন্থে প্রবাদের সংগ্রহের সংখ্যাটি হল ৯১০০টি। কেবলই প্রবাদ সংগ্রহ করেই তিনি তাঁর দায়িত্ব শেষ করেন নি। তিনি প্রবাদ বচনগুলির বিন্যাস, টীকা-টিপ্পনি, সাদৃশ্য নির্ণয় ইত্যকার সম্পাদন কাজে প্রভূত পরিশ্রম ও কল্পনা শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা পদ্ধতির দ্বারা বাংলা প্রবাদের পরিপ্রেক্ষিতে যেমন আলোকিত হয়ে উঠেছে, সেই সঙ্গে তাঁর সাহিত্যগত মূল্য বিচার ও নিরপেক্ষ এবং নির্ভীকতার সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে। শ্লীলতা ও অশ্লীলতা উপেক্ষা করে, কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রবাদমালাকে তিনি গ্রহণ করেছেন। সমস্ত রুচিবোধের সংকীর্ণতাকে অতিক্রম করে সুশীল কুমার দে উদারতা, আধুনিকতা এবং দূরদর্শিতার প্রমাণ রেখে গেছেন। তিনি এমন একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন, যিনি তার সারস্বত সাধনার মধ্য দিয়ে উত্তরকালের বাঙালির আত্ম-অনুসন্ধানের পথ তৈরি করে গেছেন।

উত্তর কলকাতার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে সুশীল কুমার দে'র জন্ম হয়েছিল ১৮৯০ সালের ২৯ জানুয়ারি। তাঁর পিতামহ নীলমণি দে ছিলেন প্যারিচাঁদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, সুবিখ্যাত কিশোরীচাঁদ মিত্রের জামাতা ও ইন্ডিয়ান ফিল্ড পত্রিকার সম্পাদক। পিতা সতীশচন্দ্র ছিলেন খ্যাতনামা সিভিল সার্জন। এই পরিবারটির পুরুষানুক্রমেই লেখা-পড়ায় বিশেষ চর্চা ছিল। আভিজাত্যের সঙ্গে আধুনিকতার সংমিশ্রণ ঘটেছিল স্বাভাবিকভাবেই। সতীশচন্দ্র নিজেই পণ্ডিত ছিলেন, তেমনই আরও একটি গুণ, তিনি ছিলেন বিদগ্ধ পড়ুয়া। তাঁর দুই কাকা কিরণচন্দ্র ও প্রবোধচন্দ্র বিলেত থেকে আইএএস হয়ে এসেছিলেন।

সতীশচন্দ্র কর্মসূত্রে ওড়িশার কটকে থাকাকালীন সুনীল কুমার দের বিদ্যাচর্চার প্রথম অধ্যায় শেষ হয় র‍্যাভেন'শ কলেজিয়েট স্কুলে। ১৯০৫ সালে ডিভিশনাল স্কলারশিপ নিয়ে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারও একই সঙ্গে ওই বৃত্তি পেয়েছিলেন। এরপর তিনি চলে আসেন আসেন কলকাতায়। এখানে এসে ভর্তি হন প্রেসিডেন্সি কলেজে। ১৯০৯ সালে ইংরেজি অনার্স নিয়ে প্রথম শ্রেণিতে এবং এমএ-তেও ওই একই বিষয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। বিএ পড়ার সময় সহযোগী বিষয় ছিল সংস্কৃত। সাহিত্যের ছাত্র হয়েও পারিবারিক প্ররোচনায় আইন পরীক্ষায় বসেন এবং সে পরীক্ষাতেও প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন ১৯১২ সালে। এমএ পাস করেই অল্পকালের জন্য প্রেসিডেন্সিতে অধ্যাপনায় যোগ দেন। এরপর ১৯১৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন।

১৯১৫ সালে গ্রিফিথ পুরস্করে সম্মানিত হন। ১৯১৭সালে রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তি পান। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। ১৯১৯ সালে লন্ডন চলে যান। লন্ডন স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল স্টাডিজে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র বিষয়ে গবেষণা করে ডি-লিট উপাধি পান।

এরপর জার্মানির বন ইউনিভার্সিটিতে খ্যাতনামা সংস্কৃত পণ্ডিত হারমন হাকবি-এর কাছে সংস্কৃত চর্চা করেন। দেশে ফিরে আসেন ১৯২৩ সালে। সদ্য প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ইংরেজি রিডার পদে যোগ দেন। সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অবসর গ্রহণের পর ১৯২৪ সালে সুনীল কুমার দে সেই পদে যোগদান করেন। ১৯৪৭ সালে অবসরের আগের দিন পর্যন্ত সংস্কৃত বিভাগের প্রধান হিসাবে কাজ করেছেন। মাঝখানে অর্থাৎ ১৯৩৮ সালে দু' বছরের জন্য ছুটি নিয়ে পুনের ভান্ডারকার ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটে মহাভারতের দ্রোণ ও উদ্যোগ পর্বের সঠিক সম্পাদনা করে আসেন।

চলবে...

শুরু হল পিচের রাস্তা তৈরির কাজ

প্রথমপাতার পর...

এছাড়া বেহাল রাস্তার কারণে বর্ষার সময় রাস্তাটি যাতায়াতের অযোগ্য হয়ে পড়ে। জলকাদা মেপে মানুষকে যাতায়াত করতে হয়। বাসিন্দাদের অভিযোগ, যে কোন ভোটের আগে নেতারা এসে প্রতিশ্রুতি দেন। ভোট মিটলে তারা প্রতিশ্রুতির কথা ভুলেও যান। সে কারণে এবার পঞ্চায়েত ভোট বয়কটের ডাক দেওয়া হয়েছিল গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে। পঞ্চায়েত প্রধান সৌমেন ঘোষ বলেন, "পঞ্চায়েতের একার পক্ষে এই দীর্ঘ রাস্তাটি তৈরি করা সম্ভব ছিল না। বিধায়ক সাহায্য করায় অবশেষে আমরা রাস্তা তৈরির কাজ শুরু করতে পারলাম।"

হাবড়া মডেল হাইস্কুলে স্কুল থিয়েটার ওয়ার্কশপ

প্রতিনিধি ঃ বিগত ৭ই জানুয়ারি, ২০২৩ শ্রীনগর হাবড়া নাট্য মিলন গোষ্ঠী ভারত সরকারের সংস্কৃতি দফতরের আর্থিক সহায়তায় হাবড়া মডেল হাইস্কুলে স্কুল থিয়েটার ওয়ার্কশপ এর কাজ সম্পন্ন করলো। কম বেশি প্রায় ত্রিশ জন ছাত্র অংশ গ্রহণ করে এই কর্মশালায়। শ্রীনগর হাবড়া নাট্য মিলন গোষ্ঠীর নাট্যকার, পরিচালক ও নাট্য প্রশিক্ষক ছাত্রদের প্রশিক্ষণ দেন।

সহযোগিতা করেন দলের অভিনেতা সুজয় রাহা, অভিনেত্রী মাধুরী ঘোষ, শ্রাবণী সর্দার, রত্না দে পোদ্দার, রাতাশ্রী দে এবং বিউটি সর্দার। সমগ্র কর্মসূচির কাজ তত্ত্বাবধানে ছিলেন শিক্ষক সত্যজিত মন্ডল। এই প্রশিক্ষণ পেয়ে ছাত্ররা নাট্য চর্চায় এক নূতন উদ্যম খুঁজে পায়। ভূয়সী প্রশংসা করেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক অর্নব ঘোষ, সত্যজিত মন্ডল ও অন্য শিক্ষকেরা। সবাই আশাবাদী যে, এমন প্রশিক্ষণ পেলে ভবিষ্যতে স্কুল থেকে উন্নতমানের নাটকদল তৈরী করা সম্ভব। প্রতি সপ্তাহে সেই ক্লাস- ও তারা শুরু করে দিয়েছে। ছাত্রেরা ভাবাবেগে বলে, সত্যি সত্যি এমন প্রশিক্ষণে তো সহজেই নাটক করা সম্ভব। সত্যজিত বাবু বলেন, এমন অভিজ্ঞতায় আমি মুগ্ধ! পরবর্তী সময়ে দিলীপবাবু তথা তার দলের সহযোগিতা আমাদের বিশেষ প্রয়োজন।

জন্মদিনে স্বামীজি স্মরণ কিশলয় সংঘের

প্রতিনিধি ঃ যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের ১৬১ জন্মজয়ন্তী যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে উদ্‌যাপন করে চাঁদপাড়া ঢাকুরিয়া কিশলয় সংঘের সদস্যরা। ১২ জানুয়ারী জাতীয় যুব দিবসের সকালে ক্লাব অঙ্গনে স্বামীজির প্রতিকৃতিতে ফুলমালা অর্পন করে শ্রদ্ধা জানান অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক ও সাংবাদিক নীরেশ চন্দ্র ভৌমিক, ক্লাব সম্পাদক দেবপ্রসাদ বালা ছিলেন। সদস্য সাগর রায়, অজিত বৈরাগী ও শিক্ষক মিন্টু সরকার প্রমুখ।

স্বামীজির জীবন বাণী, আদর্শের উপর আলোকপাত করে বক্তব্য রাখেন শিক্ষক ও সাংবাদিক নীরেশ চন্দ্র ভৌমিক। শ্রী ভৌমিক স্বামীজির শিকাগো বক্তৃতা উল্লেখ করেন এবং স্বামীজির স্বদেশ মন্ত্র পাঠ করে শোনান। স্বদেশ মন্ত্র ও পাঠ করে শোনান। ক্লাব সদস্য সাগর রায়ের সঞ্চালনায় কিশলয় সংঘ আয়োজিত এদিনের স্বামীজি স্মরণ অনুষ্ঠান বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

চাঁদপাড়ায় রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পরিষেবা কেন্দ্রের স্বামীজি স্মরণ

নীরেশ ভৌমিক ঃ ১২ জানুয়ারী বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের ১৬১তম জন্মদিন মর্যাদা সহকারে উদ্‌যাপন করেন চাঁদপাড়ার নবগঠিত সংগঠন শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পরিষেবা কেন্দ্রের সদস্যরা।

স্বামীজির অন্যতম ভক্ত ডাঃ চিরঞ্জিত বৈরাগীর উদ্যোগে এদিন অপরাহ্নে ঢাকুরিয়া সমাজ মিলন কেন্দ্রে স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম জয়ন্তী উদ্‌যাপন করা হয়।

সুসজ্জিত অঙ্গনে স্বামীজির প্রতিকৃতিতে ফুল-মালা অর্পন করে শ্রদ্ধা জানান উপস্থিত স্বামীজির অনুরাগীগণ বিভূতি সরকারসহ আরোও অনেকে। উপস্থিত ছিলেন বিবেকানন্দ অনুরাগী বিভূতি সরকার।

অন্যতম উদ্যোক্তা চিরঞ্জিতবাবু বলেন, স্বামীজির আদর্শে অনুপ্রাণিত সংগঠনের সকল সদস্যগণ মানুষের সেবায় নিয়োজিত থাকবেন।

মছলন্দপুর সেবার সাহিত্য সভায় সংবর্ধিত পঞ্চায়েত প্রধান তাপস ঘোষ

নীরেশ ভৌমিক ঃ সম্প্রতি বর্ষশেষের দিন এক বিশেষ সাহিত্য সভার আয়োজন করে জেলা তথা রাজ্যের অন্যতম স্বেচ্ছাসেবি সংগঠন গোবরডাঙ্গা সেবা ফার্মার্স সমিতি কর্তৃপক্ষ। মছলন্দপুর পার্শ্বস্থ ঘোষপুর বানপ্রস্থ সেবা আশ্রমে 'শিশুমনে সাহিত্য সৃজনে' শীর্ষক এদিনের সাহিত্য সভায় শুধু কবি ও সাহিত্যিক সম্মেলন নয়; অনুষ্ঠানে এলাকার কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কচিকাঁচা পড়ুয়াদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি ছিল লক্ষনীয়। এদিনের অনুষ্ঠানে ছোটদের অংকন কর্মশালা ছাড়াও ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, গুণীজন সংবর্ধনা ও দুস্থদের সাহায্য প্রদান অনুষ্ঠান। সেবা সমিতির সম্পাদক গোবিন্দ লাল মজুমদার উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে বছরভর সমিতির বিভিন্ন সেবা মূলক কাজকর্মের খতিয়ান তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন।

এদিনের গুণীজন সংবর্ধনায় রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত বর্ষিয়ান শিক্ষক অমল কান্তি দত্ত ও বিশিষ্ট কবি গৌরাঙ্গ দাসকে পুষ্প স্তবক, মানপত্র ও স্মারক উপহারে সংবর্ধনা জানানো হয়। সংবর্ধনা জানানো হয় বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ এনসি করকে। অতিমারী করোনা কালে এলেকার অসহায় দুস্থ মানুষজনের জন্য সাহায্যের ডালি নিয়ে পাশে দাঁড়ানোয় রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত মছলন্দপুর ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান তাপস ঘোষকে পুষ্পস্তবক, উত্তরীয়, মানপত্র ও স্মারক উপহারে বিশেষ সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। বিশেষ সম্মানে ভূষিত তাপসবাবু করোনা কালের পরিস্থিতিতে গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা এবং সেই সঙ্গে সেবা ফার্মার্স সমিতির বিভিন্ন সেবা মূলক কাজ এবং বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের শেষ জীবনের আশ্রয়স্থল এই বৃদ্ধাশ্রম তৈরির পরিকল্পনাকে সাধুবাদ জানান। সেবা সমিতির পক্ষ থেকে এদিন এলেকার কয়েকজন দুস্থ মানুষজনের হাতে বস্ত্র, মশারি ও খাদ্য সামগ্রী তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা জানানো হয়।

এদিনের অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট জনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ঋতুপর্ণ বিশ্বাস, বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, কবি স্বপন বালা, সুনীল কৃষ্ণ মণ্ডল, নীলাদ্রি বিশ্বাস, পাঁচুগোপাল হাজরা, লালমোহন বিশ্বাস, সরোজ চক্রবর্তী প্রমুখ। এদিনের সাহিত্য সভায় জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা কবি সাহিত্যিকগণ স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনান।

কচিকাঁচা পড়ুয়াগণ পরিবেশিত সংগীত, আবৃত্তি, নৃত্য ও নাট্যনুষ্ঠান সমবেত মানুষজনের প্রশংসা লাভ করে। সবকিছু মিলিয়ে সেবা ফার্মার্স সমিতি আয়োজিত এদিনের সাহিত্যসভা ও গুণীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠান বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

পঞ্চায়েত সদস্যকে খুনের হুমকি

প্রথমপাতার পর...

প্রধান অবশ্য অভিযোগ মানতে চাননি। তিনি বলেন, দিলীপ একজন অসৎ লোক। অসৎ উপায়ে বহু মানুষের কাছ থেকে টাকা আত্মসাৎ করেছেন। ওর পারিবারিক অশান্তি র জেরে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে। ও জমি বিক্রি করতে চাইছিল। ওর বাবা বাধা দেয়। এই নিয়েই গন্ডগোল বেধেছিল। বহু মানুষের কাছ থেকে দিলিপ টাকা তুলে আত্মসাৎ করেছে। ওকে দু-বছর পঞ্চায়েতে ঢুকতে দিইনা।

বিষয়টা নিয়ে সরব হয়েছে বিরোধীরা। বাগদা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য অমৃতলাল বিশ্বাস বলেন, "তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য প্রধানের বিরুদ্ধে টাকা আত্মসাৎ এর অভিযোগ করেছে। আমাদের দাবি, দুজনকে গ্রেপ্তার করতে হবে। গরিব মানুষের টাকা ফেরত দিতে হবে।" বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, "অভিযোগের কথা শুনেছি। দলীয়ভাবে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।"

পুলিশ জানিয়েছে, "অভিযোগের তদন্ত শুরু করা হয়েছে। এই ঘটনায় দাস পরিবারের সদস্যরা আতঙ্কে রয়েছে বলে জানিয়েছেন।" দিলিপের বাবা বলেন, "জমি জমা নিয়ে আমাদের মধ্যে কোন অশান্তি ছিল না। প্রধান চাপ সৃষ্টি করায় আমার ছেলে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছে।"

ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করার নিদান বাম নেতৃত্বের

প্রথমপাতার পর...

মানুষজনকে খাদ্য সুরক্ষার রেশন কার্ড এবং ৬০ বৎসরের উর্দ্ধে সকল গরীব মানুষকে কমপক্ষে ৬ হাজার টাকা মাসিক ভাতা প্রদান ইত্যাদি। নেতৃবৃন্দ তাঁদের বক্তব্যে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন কাজের সমালোচনা করেন এবং সেই সঙ্গে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে লুটেরাদের ডাণ্ডা মেরে হটিয়ে মানুষের পঞ্চায়েত গঠনের আহ্বান জানান। বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গ আরোও বলেন। শুধু আবাস যোজনা নয়, রাজ্যের বর্তমান সরকার আপাদমস্তক দুর্নীতির সরকার হয়ে উঠেছে। শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির কঠোর সমালোচনা করেন নেতৃবৃন্দ। এরা বিচার ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দিতে চাইছে। বিডিও নিরপেক্ষ ভাবে নয়, শাসক দলের অঙ্গুলি হেলনে কাজ করে থাকে। বিডিও সঠিক কাজ না করলে পার পাবেন না। আমরা বিডিও দফতর ঘেরাও করে রাখবো বামেদের এদিনের অভিযানে পুলিশের সংখ্যা ছিল লক্ষ্যনীয়। সিপিএম নেতৃবৃন্দ আরোও বলেন, এরা বিচার ব্যবস্থাকেও পঙ্গু করে দিতে চাইছে।

স্থান ঃ ঠাকুরনগর স্টেশন সংলগ্ন খেলার মাঠ

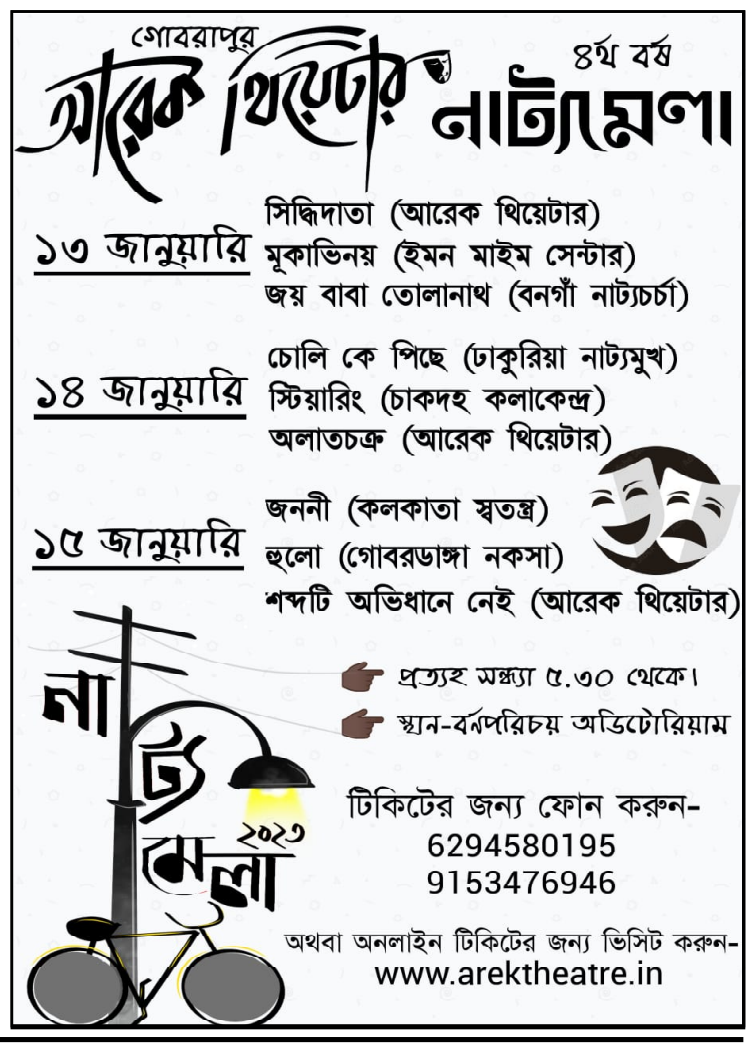

স্বামীজির জন্মদিনে মছলন্দপুরে ম্যারাথন দৌড়

সঞ্জিত সাহা ঃ বিগত বৎসরগুলির মতো এবারও ১২ জানুয়ারি যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে আকর্ষনীয় ম্যারাথন

রেসের আয়োজন করেন মছলন্দপুর বিবেকানন্দ ক্রীড়াচক্রের সদস্যগন।

এদিন সকালে মছলন্দপুর ষ্টেশন পার্শ্বস্থ মিলনীর মাঠে আয়োজিত ৮ম বার্ষিক ম্যারাথন দৌড়ের উদ্বোধন করেন হাবড়া ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অজিত সাহা। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় মছলন্দপুর ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান রীণা দত্ত, গোবরডাঙ্গা থানার ওসি অসীম পাল, মছলন্দপুর ফাঁড়ির ইনচার্জ রাখহরি ঘোষ, ক্রীড়াপ্রেমী শংকর দে, সৌমেন বিশ্বাস, জ্যোতিগোপাল দাস সহ হিন্দু-মুসলিম ও খ্রীষ্টান ধর্মের ধর্মগুরুগণ।

রেস শুরুর পূর্বে শান্তির দূত হিসেবে পায়রা ওড়ানো হয়। মশাল হাতে নিয়ে দৌড় শুরু করে প্রতিযোগীদের উৎসাহিত করেন সভাপতি অজিত সাহা। শতাধিক প্রতিযোগী এদিনের আকর্ষনীয় ১৫ কিলোমিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। তিন আমতলা ও কালীতলা হয়ে বয়েজ ক্লাব মাঠে এসে দৌড় শেষ হয়। অন্যতম সংগঠক স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য শংকর রায় জানান, মহিলাদের মধ্যে ৪৯ মিনিটে ১৫ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে প্রথম স্থান অর্জন করেন শিপ্রা সাহা।

পুরুষ বিভাগে ৩৯ মিনিটে নির্ধারিত পথ অতিক্রম করে প্রথম স্থান লাভ করে করে শুভাশিস বোস। বিজয়ী ১ম, ২য় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী দৌড়বিদ-গণকে যথাক্রমে ৭ হাজার, ৫ হাজার ও ৩ হাজার টাকা আর্থিক পুরষ্কার ও সুদৃশ্য ট্রফি প্রদান করা হয়।

রেসে অংশগ্রহনকারী দৌড় বিদগণসহ এলেকার সকল এ্যাথলেট ও ক্রীড়ামোদী মানুষজন মছলন্দপুর বিবেকানন্দ ক্রীড়া চক্রের এই মহতী উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

নানা অনুষ্ঠানে সার্থক চাঁদপাড়া কলরব উৎসব

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ৮ ও ৯ জানুয়ারী মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল চাঁদপাড়ার ঐতিহ্যবাহী কলরব উৎসব। ৮ জানুয়ারি সকালে চাঁদপাড়ার মিলন সংঘ ময়দানে সুসজ্জিত অঙ্কনে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন, উদ্বোধনী সংগীত ও মঙ্গলদীপ প্রোজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে ২৯তম বর্ষের কলরব উৎসবের সূচনা হয়। এদিনে কলরব আয়োজিত স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরে এরপর ৬৫জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। এছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠিত বসে আঁকো, ছড়ার গান ও কলরব সারেগামা সঙ্গীত ও নাটকের আসরে কলরব মিউজিক্যাল গ্রুপ ও নূপুর নৃত্যকলার মনোজ্ঞ নৃত্যানুষ্ঠান ছাড়াও ছিল কলরব প্রযোজিত ও দর্শক প্রশংসিত নাটক মাঝি ও মাল্যদান। কলরব উৎসবের দ্বিতীয় দিনে রবীন্দ্র সংগীত ও লোকনৃত্য প্রতিযোগিতা ছাড়াও ছিল আমন্ত্রিত নাট্যদলের নাট্যানুষ্ঠান ও বাংলা সংগীত জগতের কিংবদন্তী গায়ক নচিকেতা চক্রবর্তীর সংগীতানুষ্ঠান। উৎসব প্রাঙ্গণে কলরব আয়োজিত চিত্র প্রদর্শনীটি অন্যান্য সকলের সাথে সংগীত শিল্পী নচিকেতারও দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

শেষ দিনের সন্ধ্যায় সংস্থার শিল্পীগণ পরিবেশিত কলরব থিম সংগীত এর মধ্য দিয়ে সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানের শুরু হয়। স্বাগত ভাষণে সংস্থার সম্পাদক তনয় সাহা উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে সুস্থ্য সংস্কৃতি ও নাট্য চর্চার প্রসারে বিগত ২৮ বৎসর যাবৎ কলরব এর প্রয়াসকে তুলে ধরেন। এদিনের আমন্ত্রিত নাট্যানুষ্ঠানে কলকাতা বেহালা নাট্যজন এর কুশীলবগণ পরিবেশিত একগুচ্ছ নাটক সমবেত দর্শক ও শ্রোতৃমন্ডলীর মনোরঞ্জন করে বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা খরাজ মুখার্জী, সুপ্রিয় দত্ত, সাহেব মুখার্জী ও সুভদ্রা মুখার্জী প্রমুখের অনবদ্য অভিনয় দর্শক সাধারনের উচ্চসিত প্রশংসা লাভ করে। সবশেষ জীবনমুখী গানের ডালি নিয়ে সকল সংগীত প্রেমী শ্রোতৃমন্ডলীকে মুগ্ধ করে বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী নচিকেতা।

ঠাকুরনগরে ২১তম বর্ষের পুষ্প ও কৃষি মেলা

প্রথমপাতার পর...

মেলা কমিটির সভাপতি অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক গোবিন্দ চন্দ্র ঘটক সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, ২০১৩ সাল থেকে এই মেলা হয়ে আসছে। এলাকার কৃষিজীবী মানুষজনের কল্যানে এই মেলার আয়োজন। এবারও মেলায় বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টল এবং জেলা শিল্প কেন্দ্রের স্টল রয়েছে। এই মেলায় কৃষি বিজ্ঞানীগণ কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেবন। বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস বলেন, রাজ্য সরকার কৃষকদের জন্য কৃষক পেনশন ও কৃষি বীমার ব্যবস্থা করেছেন। এই মেলার মাধ্যমে এলেকার কৃষকগণ সমৃদ্ধ হবেন। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গোবিন্দ দাস বলেন, কৃষ ও কৃষক বাংলার সম্পদ। এলাকার কৃষকদের কল্যানে সর্বদা পাশে আছি। অন্যতম পৃষ্ঠপোষক সুরজিৎ বিশ্বাস বলেন, এলেকার ফুলচাষি ও কৃষকদের স্বার্থেই এই মেলার আয়োজন। এই মেলা শুধু কৃষকদের জন্য নয়, এলেকাবাসী সকলের জন্য প্রতিদিন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

প্রতিদিন নানা অনুষ্ঠান, প্রতিযোগিতা, আলোচনা, কৃষি প্রশিক্ষণ ও সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বহু মানুষের সমাগম ঘটছে।

মুকুলিকার সংগীতের কর্মশালা

নীরেশ ভৌমিক ঃ একদিনের এক শাস্ত্রীয় সংগীতের কর্মশালার আয়োজন করেছিল গোবরডাঙ্গার অন্যতম সংগীত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান মুকুলিকা গানের স্কুল কর্তৃপক্ষ। গত ৬ জানুয়ারি মুকুলিকা অঙ্গনে অনুষ্ঠিত গানের কর্মশালায় গোবরডাঙ্গাসহ বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন বয়সের ৪০জন সংগীত প্রেমী অংশ গ্রহণ করেন।

সংস্থার অন্যতম কর্ণধার আস্তিক মজুমদার জানান, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিম মেদিনীপুর ও উত্তর ২৪ পরগণার বসিরহাট থেকেও শিক্ষার্থীগণ কর্মশালায় যোগ দেন। বিশিষ্ট সংগীত প্রশিক্ষক খগেশ কীর্তনীয়া কর্মশালায় উপস্থিত শিক্ষার্থীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

ছবি ঃ নিজস্ব

HALL MARK
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি-র
পক্ষ থেকে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সাদর আমন্ত্রণ।

বিশ্বস্ততার আর এক নাম নিউ পি সি জুয়েলার্স

- নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে সর্ব ধর্মের মানুষের জন্য ২৫০০/- টাকার সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন।
- আমাদের শোরুমে আছে হালকা ও ভারি আধুনিক ডিজাইনের গহনার সম্ভার।
- আমাদের মজুরী সবার থেকে কম।
- পুরনো সোনার পরিবর্তে হলমার্কযুক্ত সোনার গহনা পাওয়া যায়।
- এছাড়া প্রতিটি কেনাকাটায় পাচ্ছেন নিউ পি সি অপটিক্যাল-এর Gift Voucher
- জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরির জন্য যোগাযোগ করুন।
- সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরির জন্য পুরুষ ও মহিলারা যোগাযোগ করুন (বন্দুক সহ ও খালি হাতে— উভয়ের জন্য)।
- Employee দের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে।

দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিং-এর জন্য নিউ পি. সি. জুয়েলার্স-এ এসে সরাসরি যোগাযোগ করুন।

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স, বাটার মোড়, বনগাঁ (বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ, বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি, মতিগঞ্জ, হাটখোলা, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

এখানে সু-চিকিৎসকের পরামর্শে কম্পিউটার দ্বারা চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। আধুনিক মানের চশমার ফ্রেম, গ্লাস ও লেন্সের বিশাল সম্ভার।

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

Future India Logistics
WE CARRY YOUR TRUST
Tapabrata Sen
Proprietor
LOGISTICS
7501855980 / 7001727350
futureindialogistics@yahoo.com
Subhasnagar, Bongaon
North 24 pgs, PIN- 743235
TRANSPORT SHIPPING & LOGISTICS SOLUTIONS

COMPUTER & PRINTER REPAIRING
যত্ন সহকারে সামনে বসে কাজ করা হয়
কার্টিজ রিফিল করা হয়।

UNICORN
Mob. : 9734300733
অফিস ঃ কোর্ট রোড, লোটাস মার্কেট, বনগাঁ, উঃ ২৪ পরঃ

Arup Kumar Nath
Customs Clearing & Forwarding Agent
: 03215-245 718
9475399888
8768010885
: absenterprise43@gmail.com
absenterprise43@yahoo.com
A.B.S. ENTERPRISE
Hazi Market (1st Floor) ● PETRAPOLE ● BONGAON ● NORTH 24 PARGANAS

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9647791986 / 7076271952**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in **Sub- Editor- Haridas Golder** **Editor- Utpal Mallick**